Bengali Work Book. Story.

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা.

1. "প্রস্থান সময় উপস্থিত হইল।"

i) কার প্রস্থান সময় ?

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক অবলম্বনে লিখিত 'শকুন্তলা' গ্রন্থ থেকে গৃহীত 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা' গল্পে তপোবনবাসী মহর্ষি কণ্বের পালিতা কন্যা শকুন্তলার প্রস্থান সময় উপস্থিত হয়েছিল।

ii) তিনি কোথায় ছিলেন ?

তিনি অর্থাৎ আশ্রমকন্যা শকুন্তলা তপোবনে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে বাস করতেন।

iii) কোথায় যাবেন ?

মহর্ষি কণ্বের প্রাণপ্রিয়া পালিতা কন্যা শকুন্তলা পতিগৃহে অর্থাৎ রাজা দুষ্মন্তের গৃহে যাবেন।

iv) তাঁর সঙ্গে কারা গেলেন ?

তাঁর সঙ্গে গৌতমী তপস্বিনী এবং মহর্ষি কণ্বের দুই শিষ্য শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত গেলেন।

classmate
Date
Page

v) তাঁর দুই বান্ধবীর নাম কি?

তাঁর দুই বান্ধবীর নাম ছিল প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া।

vi) তাঁরা কিভাবে তাঁকে সাহায্য করলেন?

তাঁরা অর্থাৎ শকুন্তলার দুই প্রিয় সখি প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া শকুন্তলাকে পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে উপযুক্ত পোশাক পরিধানে সহায়তা করেছিল এবং অলংকারে সজ্জিত করেছিল।

2./ "তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা ঘটিতেছে দেখ।"

ক) কে বললেন?

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক অবলম্বনে লিখিত 'শকুন্তলা' গ্রন্থ থেকে গৃহীত 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা' পাঠের

classmate
Date
Page

এই উদ্ধৃতাংশটির বক্তা হলেন, আশ্রমকন্যা শকুন্তলার সখি প্রিয়ংবদা।

খ) কাকে বললেন?

বক্তা অর্থাৎ সখি প্রিয়ংবদা তপোবনবাসী- আশ্রমদুহিতা, মহর্ষি কণ্বের পালিতাকন্যা শকুন্তলাকে উদ্দেশ্য করে এই কথাটি বললেন।

গ) কখন বললেন?

পালকপিতা মহর্ষি কণ্বের আশ্রম পরিত্যাগ করে পতিগৃহে অর্থাৎ রাজা দুষ্মন্তের গৃহে যাত্রার প্রাক্কালে আশ্রমদুহিতা শকুন্তলা যখন তার সখি প্রিয়ংবদার নিকট গিয়ে- অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন, তপোবন পরিত্যাগ করে যেতে তার মন চাইছে না তিনি চলতে পারছেন না, তখন সখি প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে উদ্দেশ্য করে একথা বললেন।

OPPO A5 2020 · ©by sangita

Date
Page

ঘ) কার বিরহে এই অবস্থা ঘটিল ?

বিশ্বামিত্র ও অপ্সরা মেনকার কন্যা এবং মহর্ষি কণ্বের পালিতা কন্যা আশ্রমদুহিতা শকুন্তলার বিরহে এই অবস্থা ঘটিল।

ঙ) পশুরা কেমন অবস্থায় রয়েছে ?

আশ্রমকন্যা শকুন্তলার তপোবন পরিত্যাগ করার প্রাক্‌মুহূর্তে তপোবনের সকল জীবমাত্রেই নিরানন্দ ও শোকে আকুল হয়ে রয়েছে।

চ) হরিণরা তখন কি করছে ?

তপোবনে বিচরণকারী হরিণরা আহার-বিহারে বিমুখ হয়ে রয়েছে। তাদের মুখের আহার মুখ থেকে পড়ে যাচ্ছিল। শকুন্তলার বিরহে হরিণরা খাদ্যগ্রহণে অনিচ্ছুক ছিল, কারণ শকুন্তলা তাদের মাতৃস্নেহে সেই লালন-পালন করেছিল, কিন্তু আজ শকুন্তলা তপোবন পরিত্যাগ করে পতিগৃহে যাত্রা করছে।

চ) ময়ূর-ময়ূরী কি করছে?

আসন্নপ্রসবা শকুন্তলার বিরহে হরিণরা, তপোবনের ময়ূর-ময়ূরীরা অপূর্ব সুন্দর নৃত্য পরিত্যাগ করে উর্দ্ধমুখ হয়েছিল।

ছ) কোকিলরা কি করছে?

আসন্ন দুঃখিত শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে শকুন্তলার বিরহে তপোবনের কোকিলরা আম্র মুকুলের রস আস্বাদন করা থেকে বিরত হয়ে নীরব ভূমিকা পালন করছিল।

জ) মৌমাছিরা কি করছে?

তপোবনের মধুকর-মধুকরী অর্থাৎ মৌমাছিরা মধুপান করছিল না এমন কি গুঞ্জন ধ্বনি পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছিল। তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ছন্দপতন ঘটেছিল।

ঝ) তপোবনটি কার ?

এই পুণ্যতপোবনটি ছিল আশ্রমকন্যা শকুন্তলার পালক পিতা মহর্ষি কণ্বের। যিনি বনবাসী হয়েও পালিতা কন্যা শকুন্তলার সাথে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

ঞ) তাঁর অবস্থা বা কেমন হয়েছিল ?

তাঁর অর্থাৎ মহর্ষি কণ্বের পালিতা কন্যা শকুন্তলা বিবাহের পর পিতৃগৃহ ছেড়ে তিনি স্বামীগৃহে যাত্রা করবেন। স্বাভাবিক ভাবেই কন্যার বিদায়কালে মহর্ষি কণ্ব শোকাকুল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনে কন্যাকে নিয়ে উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছিল এবং দুচোখ জলে ভরে আসছিল। মহর্ষি কণ্ব ছিলেন তপোবনবাসী, তা সত্ত্বেও পালিতা কন্যার প্রতি স্নেহ-বশত কন্যার বিদায়মুহূর্তে মহর্ষির কণ্ঠরোধ হয়ে বাকশক্তি রহিত হয়েছিল। উদ্বেগ ও চিন্তাকুলতায় মহর্ষি কণ্ব অভিভূত হয়েছিলেন।

classmate
Date ______
Page ______

"বুঝিলাম স্নেহ অতি বিষম বস্তু।"

ক) বক্তা কে?

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক অবলম্বনে লিখিত 'শকুন্তলা' গ্রন্থ থেকে গৃহীত 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা" গদ্যে এই উদ্ধৃতাংশটির বক্তা হলেন, তপোবনবাসী মহর্ষি কণ্ব।

খ) স্নেহের প্রভাব তাঁর উপর কিভাবে পড়েছিল?

আশ্রমকন্যা শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার উদ্দেশ্যে তপোবন ত্যাগ করার মুহূর্তে তপোবনবাসী, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী মহর্ষি কণ্বের মন শকুন্তলার কথা ভেবে উৎকণ্ঠিত হচ্ছিল, চোখ অনবরত জলে ভরে আসছিল, কণ্ঠরোধ হয়ে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। জড়তায়, শিথিলতায় তিনি যেন অভিভূত হচ্ছিলেন। বনবাসী হয়েও কন্যার বিদায় মুহূর্তে তিনি শোকে-দুঃখে আকুল হয়েছিলেন এবং তার মধ্যে বিকলতা উপস্থিত হয়েছিল।

OPPO A5 2020 · @ ...sangit...
2021/03/22 19:30

Poem

মারিচের স্বর্ণমৃগ রূপ ধারণ :-

১। এতেক শুনিয়া রাম সীতার বচন
ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে বলেন তখন ॥

ক) রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ কারা?

কৃত্তিবাস ওঝা রচিত মহামুনি বাল্মীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ 'শ্রীরাম-পাঁচালী' থেকে গৃহীত 'মারীচের স্বর্ণমৃগ রূপধারণ' কবিতায় অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র।

মিথিলার রাজা জনকের কন্যা এবং শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী ছিলেন সীতা।

শ্রীরামচন্দ্রের একান্ত অনুগত এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন লক্ষ্মণ।

খ) তারা কোথায় বাস করছিলেন?

তারা গোদাবরী নদীর তীরে পঞ্চবটী বনে পর্ণকুটির তৈরি করে সুখে বাস করছিলেন। পিতৃ আজ্ঞা

classmate
Date
Page

পালন করতে, শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে গিয়েছিলেন।

কি দেখে সীতা রামকে কি নিবেদন করেছিলেন?

গ) তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র মায়াবী রাক্ষস মারীচ একদিন সোনার হরিণের রূপ ধারণ করে অপরূপটি রূপে রাম-সীতার কুটিরের সামনে হাজির হল। শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতা সোনার হরিণ দেখে প্রলুব্ধ হলেন এবং রামকে সেটি ধরে দিতে অনুরোধ করলেন, সীতার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি হরিণটির সুন্দর চামড়া কুটির দুয়ারে বিছিয়ে রাখবেন।

ঘ) রাম তখন লক্ষ্মণকে কি বলেছিলেন?

শ্রীরামচন্দ্র সীতার নিবেদন শুনে কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, অপূর্ব সুন্দর সোনার হরিণটি

OPPO A5 2020 · ©by sangita
2021/03/22 19:31

এক অদ্ভুত সৃষ্টি। জোনকী এই ছবিটির সুন্দর চামড়া কুটির দুয়ারে বিছিয়ে বসতে চান। লক্ষ্মণ যেন ছবিটিকে গভীরভাবে অনুধাবন করে তাঁর মতামত জানায়॥

Gupta

OPPO A5 2020 · ©by sangita
2021/03/22 19:32